প্রস্তাবিত বাজেট ঋণ নির্ভর
আত্মনির্ভরশীল ধারার প্রগতিশীল বাজেট প্রণয়নের দাবি

প্রস্তাবিত বাজেট প্রত্যাখান করে সিপিবি-বাসদ-এর মিছিল

বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি) ও বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ'র উদ্যোগে প্রতিবাদ-সমাবেশে সিপিবি ও বাসদ নেতৃবৃদ বলেছেন, প্রস্তাবিত বাজেট গণপ্রতারণামূলক। এ বাজেটের আয়-ধন বৈষম্য দ্রুত গতিতে বাড়াবে। প্রস্তাবিত বাজেট প্রত্যাহার করে গণমুখী বাজেট প্রণয়ন করতে হবে।

৮ জুন '১৮ জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে বাসদ সাধারণ সম্পাদক খালেকুজ্জামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সিপিবি সভাপতি মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম, সিপিবি'র প্রেসিডিয়াম সদস্য আবদুল্লাহ ক্বাফী রতন। সমাবেশ পরিচালনা করেন বাসদ ঢাকা মহানগর কমিটির সদস্য সচিব জুলফিকার আলী।

কমরেড খালেকুজ্জামান বলেন, ৭ জুন সংসদে ২০১৮-১৯ অর্থবছরের জন্য ৪ লাখ ৬৪ হাজার ৫৭৩ কোটি টাকার বাজেট পেশ করা হয়েছে। ২৮ জুন প্রস্তাবিত বাজেট পাশ হবে। উত্থাপিত বাজেটে দেখানো হয়েছে সরকার এক বছরে আয় করবে ৩ লাখ ৩৯ হাজার কোটি টাকা আর ঘাটতি থাকবে ১ লাখ ২৫ হাজার ২৯৩ কোটি টাকা। ঘাটতি পূরণের টাকা আসবে দেশি উৎস (ব্যাংক ঋণ ও সঞ্চয়পত্র) থেকে ৭১ হাজার ২৬৬ কোটি টাকা এবং বৈদেশিক উৎস থেকে ৫৪ হাজার ৬৭ কোটি টাকা–এই টাকা ঋণ করা হবে। এই হলো সরকারের সারা বছরের আয়-ব্যয়ের খতিয়ান। বাজেট পেশের পর–এখন যদি বাংলাদেশের কোন জেলায়, উপজেলায়, বিভাগীয় শহর বা গ্রামে গিয়ে মানুষকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, আচ্ছা বলেন তো এই যে বাজেট পেশ করা হলো আপনার জন্য কত টাকা বরাদ্দ হলো, কীভাবে তা ব্যয় হবে এবং সেটা কীভাবে কার্যকর হবে? মানুষ এই বিয়য়ে কোন কিছুই বলতে পারবে না। কারণ বাজেট প্রণয়নের পদ্ধতিটাই হচ্ছে আমলাতান্ত্রিক। অর্থাৎ প্রান্তিক জনগণের চাহিদা এবং মতামতের ভিত্তিতে কোন প্রস্তাব ওপরে আসেনি, তাদেরকে এ বিষয়ে কেউ কোন দিন কিছু বলেনি, জিজ্ঞাসা করা প্রয়োজনও মনে করেনি। এর পর বাজেটের টাকা কাদের মাধ্যমে যাবে, কোন খাতে কীভাবে খরচ হবে। তার জবাবদিহিতা কোথায় হবে, স্বচ্ছতা কতটুকু হবে। অর্থাৎ বাজেট প্রণয়ন হচ্ছে আমলাতান্ত্রিক আর বাস্তবায়ন হচ্ছে জবাবদিহিতাহীন। আমাদের দেশে ৪৭ বছরে বিশ্বব্যাংকের কর্মচারী এবং আমলা ছাড়া একজনমাত্র মন্ত্রী তাজ উদ্দীন আহম্মদ বাজেট উত্থাপন করেছে। বাজেটে দর্শনের একটা অর্থনৈতিক দিক থাকে একটা রাজনৈতিক দিক থাকে। রাজনৈতিক দর্শন অনুযায়ী অর্থ বরাদ্দ হয় এবং তা বাস্তবায়িত হয়। এখন বাজেটের বড় অংশ ব্যয় হয় রাজস্ব খাতে, আর উন্নয়ন খাতে হয় নামমাত্র। স্বৈরাচারী দর্শনে বাজেট যিনি পেশ করেছেন, গণতান্ত্রিক দর্শনের বাজেটও তিনি পেশ করছেন! এটা হয় না। তার মানে এটা স্বৈরাচার ও একটা গোষ্ঠীর বাজেট; জনগণের বাজেট নয়।

তিনি আরও বলেন, বাজেটের মধ্য দিয়ে প্রতিবছর মুষ্টিমেয় মানুষের হাতে সম্পদ পুঞ্জিভূত হয় আর সাধারণ সম্পদ বঞ্চিত হয়। '১৭ সালের অকাল বন্যায় কৃষকদের ফসল ভেসে গেছে। তারা রাস্তায় বসেছে। বৈরী প্রকৃতির রোষ কীভাবে কৃষকরা মোকাবেলা করবে, তার ব্যবস্থা কোথায় বাজেটে? অতীত বাজেটে বিষয়টি গুরুত্ব পায়নি, প্রস্তাবিত বাজেটেও তা অনুপস্থিত। বিগত সময় দেখা গেছে উন্নয়ন বাজেটের বাস্তবায়নের হার ৮০ শতাংশের আশপাশে। অর্থবছরের শেষ দিকে ব্যয়ের হিড়িক পড়ে। উন্নয়ন বাজেটের

ব্যয়ে দুর্নীতি, অনিয়ম হয়, সে অনিয়মের টাকায় একদল ক্ষমতাবান রাতারাতি ধনী হয়ে যায়। এই প্রক্রিয়া জনগণের টাকা লুট করার বৈধ মাধ্যম। যারা প্রকল্প বাস্তবায়নে দক্ষতা দেখাতে পারবে না, তাদের জবাবদিহির কী ব্যবস্থা? ব্যাংকিং খাতে এখন দুর্নীতি-অনিয়ম প্রকট। অথচ এই খাতেই করপোরেট ট্যাক্স আড়াই শতাংশ কমিয়ে দেয়া হলো কোনো শর্ত ছাড়াই। এটা বুঝা যায় নির্বাচনে যারা অর্থায়ন করবে, তাদেরকেই এ সুবিধা দেয়া হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, বাজেটে যে বাড়তি ব্যয়ের লক্ষ্য ঠিক করা হয়েছে, তার বড় অংশ যাবে জনপ্রশাসন ও সুদব্যয় খাতে। সে তুলনায় উন্নয়ন ব্যয় বৃদ্ধি হয়নি। শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে জিডিপি অনুপাতে যে ব্যয় করা দরকার, সেটি হয়নি। এ দুটি খাতে জিডিপির মাত্র ২ শতাংশের নিচে বরাদ্দ রেখে উন্নত দেশ হওয়ার স্বপ্ন বাস্তবায়ন সম্ভব নয়।

কমরেড খালেকুজ্জামান বলেন, প্রস্তাবিত বাজেট কথামালার ফুলঝুড়িতে ভরা, আমলাতান্ত্রিকতার বেষ্টনী ভেদ করে বেরিয়ে আসতে পারেনি। বাজেট বক্তৃতায় গোটা আর্থিক ব্যবস্থার চলমান বিশৃঙ্খলা, অনিয়ম-অপচয়, দুর্নীতি, দলীয়করণদুষ্ট স্বজনপ্রীতি ইত্যাদি যথাযথ মূল্যায়ন হয়নি। বাজেট প্রণয়নে যেমন সর্বস্তরের জনগণের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের প্রক্রিয়া অনুপস্থিত তেমনি বাজেট বরাদ্দ বাস্তবায়ন কার্যক্রমও অতীতের মতোই থাকছে স্বচ্ছতা ও জবাবাদিহিতাহীন।

কমরেড মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম উত্থাপিত বাজেট প্রস্তাবকে চটকদার ও গণপ্রতারণামূলক বাজেট হিসেবে আখ্যায়িত করে বলেন, এই বাজেট ১% লুটেরা ধনিকদের আরও ধনী করবে এবং ৯৯% গরিব-মধ্যবিত্তকে আপেক্ষিকভাবে আরও দরিদ্র ও আর্থিকভাবে অসহায় করে তুলবে। তিনি বাজেটকে সাম্রাজ্যবাদ ও লুটেরা ধনিক শ্রেণির স্বার্থরক্ষার গণবিরোধী দলিল হিসেবে আখ্যায়িত করে তা প্রত্যাখ্যান করেন।

তিনি আরও বলেন, বাজেট প্রস্তাবের ভিত্তি হলো পুঁজিবাদের নয়া উদারবাদী প্রতিক্রিয়াশীল দর্শন। এই বাজেটে সমাজতন্ত্রসহ রাষ্ট্রীয় চার মূলনীতির কোনো প্রতিফলন নেই। শুধু তাই নয়, এই বাজেট মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী আদর্শে প্রণীত হয়েছে। প্রস্তাবিত রাজস্ব আয়ে পরোক্ষ কর প্রত্যক্ষ করের দ্বিগুণ নির্ধারণ করা হয়েছে। ঢালাও ১৫ শতাংশ ভ্যাটসহ পরোক্ষ কর থেকে এই বর্ধিত রাজস্ব আদায়ের যে প্রস্তাব করা হয়েছে, তা সকল পণ্য ও সেবার মূল্যবৃদ্ধি ঘটিয়ে মূল্যস্ফীতির হারকে অসহনীয় পর্যায়ে নিয়ে যাবে। আর এই দুঃসহ ভারের সবটাই বহন করতে হবে গরিব-মধ্যবিত্তসহ সাধারণ নাগরিককে। অপ্রদর্শিত কালো টাকা বৈধ করার সুযোগ রাখা হয়েছে। এই বাজেটে গরিব জনগণের সম্পদ মুষ্ঠিমেয় লুটেরা ধনিকের হাতে প্রবাহিত করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

কমরেড সেলিম আরও বলেন, শিক্ষা-স্বাস্থ্য-কর্মসংস্থান ইত্যাদি ক্ষেত্রে বাজেট বরাদ্দ পর্যাপ্ত পরিমাণে বৃদ্ধির দাবি অগ্রাহ্য করা হয়েছে এবং উল্টো কোনো কোনো ক্ষেত্রে আনুপাতিক বরাদ্দ কমানো হয়েছে। সাধারণ মানুষকে ধোঁকা দেয়ার জন্য কিছু প্রতীকী পদক্ষেপের ছিটেফোঁটা যুক্ত করা হয়েছে। বাজেটের তথ্য-ভিত্তির বিশ্বাসযোগ্যতা প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে উঠেছে। তাই, প্রস্তাবিত জনকল্যাণমূলক পদক্ষেপগুলো সম্পর্কে সরকারের আন্তরিকতা ও সেসব বাস্তবায়নে তার সক্ষমতা-যোগ্যতাও মানুষের মনে প্রশ্নবিদ্ধ। সিপিবি সভাপতি স্থানীয় সরকারের জন্য বাজেটের ৩৩ শতাংশ থোক বরাদ্দ এবং তার ব্যয় স্থানীয় সরকারের পরিকল্পনা অনুযায়ী বাস্তবায়ন করার নীতি গ্রহণের দাবি জানান।